بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

# মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আদর্শ ও উপদেশাবলী বর্ণনা

**সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ই জুলাই, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার**

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে তার কল্যাণের জন্য অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই এ দাবি রাখে যে, বান্দা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সে অনুসারে প্রত্যেক নবীই তাঁর অনুসারীদের এই উপদেশ দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হয় আর তাদের মাঝে সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

আজ আমি মহানবী (সা.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সেই আদর্শ, বিভিন্ন দোয়া এবং উপদেশাবলীর কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, **মহানবী (সা.) বলেছেন, ঈমান দুটি অংশে বিভক্ত; অর্ধেক ধৈর্য, অর্ধেক কৃতজ্ঞতা।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে ধৈর্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরই একটি দিক। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেছেন, **মুমিনের বিষয়টি সম্পূর্ণ কল্যাণকর এবং এটি মুমিন ছাড়া আর অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। যদি সে কোনো আনন্দ লাভ করে তাহলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয় তাহলে ধৈর্যধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর।**

মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেছেন, **যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।** অতএব, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। এর ওপর আমল করা হলে ধরাপৃষ্ঠে একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে সামান্য বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে অধিক পরিমাণে হলেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজির চর্চা**

করাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হয় এবং সে অনুগ্রহকারীকে বলে, জাযাকাল্লাহু খাইরান অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, তাহলে সে প্রশংসার দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রদান করে।** তিনি (সা.) আরও বলেন, **যখন আল্লাহ্তা'লা কোনো জাতিকে কল্যাণ ও বরকত দান করতে চান তখন তাদের আয়ু বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য দেন।**

একবার মহানবী (সা.) হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-র হাত ধরে বলেন, হে মুআয! আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এটি বলতে কখনো ভুলো না, **হে আমার আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করো আমি যেন তোমার যিক্র করতে পারি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি।**

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) সাহাবীদের এই দোয়া শিখিয়েছেন, **হে আল্লাহ্! আমি প্রত্যেক কাজে তোমার কাছে অবিচলতা প্রার্থনা করি, হেদায়েতের ওপর দৃঢ়তা চাই, তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তোমার ইবাদতের সৌন্দর্য কামনা করি এবং সত্যবাদী হতে চাই আর স্বচ্ছ হৃদয়ে তুমি যে মন্দের কথা জানো তা থেকে আশ্রয় চাই এবং যে কল্যাণের কথা তুমি জানো তা লাভ করতে চাই এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি সেই পাপ থেকে যা তুমি জানো।**

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নামাযে পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম দোয়া কোনটি? তিনি (সা.) বলেন, **হে আমার আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমারই, সমস্ত রাজত্ব তোমরাই, সমস্ত সৃষ্টি তোমারই এবং প্রতিটি বিষয় তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আমরা তোমার কাছে সব ধরনের কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং সব ধরনের মন্দ থেকে আশ্রয় চাই।**

এরপর মহানবী (সা.)-এর আর একটি দোয়া এভাবে পাওয়া যায় যে: **হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না, আমাকে নুসরত প্রদান করুন এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে নুসরত প্রদান করবেন না, আমার জন্য পরিকল্পনা করুন এবং আমার বিরুদ্ধে তাদবীর করবেন না; আমাকে হেদায়েত দান করুন এবং আমার জন্য হেদায়েতের পথ সহজ করে দিন, আর যে ব্যক্তি আমার ওপর অন্যায়-অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার চরম কৃতজ্ঞ বান্দা বানান, আপনার স্মরণকারী, আপনাকে ভয়কারী, আপনার অনুগত, আপনার প্রতি অত্যন্ত আনুগত্যশীল এবং আপনার দিকে অতিমাত্রায় বিনীত ও অবনত বান্দা বানিয়ে দিন। হে আমার প্রভু! আমার তাওবা কবুল করুন, আমার দোয়া মঞ্জুর করুন, আমার দলিল-প্রমাণ কবুল করুন, আমার অন্তরকে হেদায়েত দিন, আমার জিহ্বাকে সরল-সঠিক রাখুন এবং আমার অন্তর থেকে যাবতীয় বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিন।**

এছাড়া তাঁর আরেকটি দোয়া এভাবে পাওয়া যায়, **হে আল্লাহ্! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন আমি অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, অধিক পরিমাণে তোমার যিক্র করি, তোমার উপদেশাবলীর অনুসরণ করি এবং তোমার তাগিদপূর্ণ নির্দেশনাবলী স্মরণ রাখি।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মানুষ যদি প্রতিদিন এই দোয়া করে, তাহলে তার মনে কোনো কুচিন্তা জন্ম নেবে না এবং মানুষ কোনো ভুল বা অন্যায় কাজও করবে না।

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো নিজেদের মাথায় বরণ করে নিতেন আর তিনি (সা.) বলতেন, **এটি আমাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি সতেজ নিয়ামত।** এভাবে তাঁরা বৃষ্টির বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

শৌচাগার থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, **সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কাছ থেকে ক্ষতিকর জিনিস দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।**

রাতে যখন নিজের বিছানায় শায়িত হতেন তখন মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, **হে আল্লাহ্‌! তোমার নামেই আমি মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।** আর যখন জাগ্রত হতেন তখন দোয়া করতেন, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।**

তিনি (সা.) খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন, নতুন পোশাক পরিধান করার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। সংক্ষেপে, এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন না করেছেন।

একদা মহানবী (সা.)-এর সামনে এক ব্যক্তি আসে, যার চুল এলোমেলো ও উসকো-খুসকো ছিল। তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না যদ্বারা সে তার চুল সুন্দর করে রাখতে পারে? অন্য এক ব্যক্তিকে দেখেন, যে ময়লা পোশাক পরিধান করে আছে। তিনি (সা.) বলেন, তার কি পানিও জোটেনি যা দিয়ে সে তার কাপড় ধৌত করতে পারে?

তিনি (সা.) বলেছেন, **সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে।** এক ব্যক্তি বলে, মানুষ এটি পছন্দ করে যে, তার পোশাক-পরিচ্ছদ ভালো হোক। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, নিজেকে বড়ো মনে করার কারণে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

বদর যুদ্ধের সময় কাফেরদের ধ্বংস এবং আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিজয়ের ওপর তিনি (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার শোকর আদায় করেছিলেন। একইভাবে মক্কা বিজয়ের সময়ও তাঁর (সা.)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়াসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে তিনি (সা.) হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরে চাশতের আট রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন।

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা.) এর একটি দোয়ার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়-আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমুদয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাস্ত ও পিছু হটতে বাধ্য করেছেন।

মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেন, **দুটি এমন গুণ যার মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন।** প্রথমটি হলো, **যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায় এবং তার অনুসরণ করে।** আর দ্বিতীয়টি হলো, **যে ব্যক্তি বৈষয়িক বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায় এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে।**

তিনি (সা.) বলেছেন: **তুমি তার দিকে তাকাও যে (পার্থিব অবস্থায়) তোমার চেয়ে নিচে রয়েছে এবং তার দিকে তাকাইও না যে তোমার চেয়ে ওপরে রয়েছে; এটি এই বিষয়ের জন্য অধিক উপযোগী যে, তুমি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অবমূল্যায়ন করবে না।**

তিনি (সা.) আরও বলেন: চারটি এমন জিনিস যাকে দান করা হয়েছে, তাকে ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে: **কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত জিহ্বা, বিপদের সময়ে ধৈর্য ধারণকারী দেহ এবং এমন স্ত্রী, যে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর আমানতের ক্ষেত্রে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন। কাজেই, মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের সামনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপদেশ দিয়েছেন।

খুতবার শেষপ্রান্তে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আগামী শুক্রবার থেকে ইনশাআল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা এই জলসাকে সবদিক থেকে বরকতপূর্ণ করেন। সবদিক থেকে আমাদেরকে স্বীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখেন। আবহাওয়ার তীব্রতা ও গরমের কারণে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। যেসব কর্মী নিরলসভাবে ডিউটি দিচ্ছেন, তাদেরকে অনেক সময় তীব্র গরমে দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হয় এবং কঠিন ডিউটিও থাকে– আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরও সর্বোত্তম উপায়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন এবং কবুল করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

*17 July 2026*

*Distributed by*

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in